সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৮৯ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ১৫ কার্ত্তিক রবিবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামীর উক্তিমত ধর্ম্ম-সংগ্রহ বর্ণনে বৈদিকধর্ম্মী পরমাহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া পুনঃ২ ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানীকে কহিতেছেন, যে হে ভ্রাতঃ তোমার চিত্তে যাবৎ সন্দেহ আছে, তাবৎ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লও, ইঁহারমত সদ্গুরু আর প্রাপ্ত হইবে না. কুসংসর্গ বশতঃ

কুমার্গে চিত্তকে ধাবমান্ করিয়া অসৎকর্ম্ম সাধনের অপেক্ষা করিয়াছ এক্ষণে তৎপাপ খণ্ডনের উপায় চিন্তা করহ, তদ্বাক্যে ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানী বিশেষঃ উত্তর না করিয়া পরমহংসকে প্রশ্ন করিতেছেন।

ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ব্রহ্মণ্ বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতির ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, ইত্যুপলক্ষে যে সমস্ত ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার কহিলেন, তাহাতে বাহীক শব্দই যে ম্লেচ্ছবাচক, ইহা আমার বিশেষ উপলব্ধি হইল অর্থাৎ আদম ও হব এতদ্দ্বয়ের নামও যে বহি ও হীক, ইহাও শাস্ত্র প্রমাণে যুক্তি সঙ্গত হয়, যেহেতু রূপ গুণ ব্যবহার শাস্ত্রে বাহীকের উপর যে রূপ কহিয়াছেন, অধুনা বিদ্যমান্ ম্লেচ্ছদিগের সহিত সম্যক্ মিলিত হইতেছে কিন্তু আপনি কহিয়াছিলেন্ পূর্ব্বে হস্তিনানগরে * যে ম্লেচ্ছ বাস করিয়া স্বদারাপত্যের বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিয়াছিল এক্ষণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হয়।

পরমহংসোক্তিঃ। ভাক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন শ্রবণে পরমহংস ঈষৎ স্মেরানন হইয়া কহিতেছেন, হে বৎস তদ্বিলাপ বর্ণনের উপলক্ষে তদ্দেশের ব্যবহার আরও বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে তাহা শ্রবণ করহ পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পুরোচনাখ্য যবন স্বদেশ ও স্ত্রীপুত্রের বিরহে কাতর হইয়া কহিতেছে, যে

---

* উক্ত ম্লেচ্ছের নাম পুরোচন।

স্বদেশামোদ স্মরণ করতঃ আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে আমি কবে স্বদেশে গিয়া পরমামোদে স্ত্রিশী য়াপন করিব। তথাহি

শতদ্রুকাং নদীং তীর্ত্বা তাঞ্চরম্যামিরাবতীং। গত্বাস্বদেশং দ্রক্ষ্যামিস্থূল শংখালকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ কর্ণপর্ব্বং।

ঐ বাহীক অর্থাৎ পুরোচনাখ্য যবন খেদ করিয়া কহিতেছে, যে আমি কবে * শতদ্রুনদী এবং রম্যাইরাবতী † প্রভৃতিকে পার হইয়া স্বদেশ এবং ‡ শংখালকাস্ত্রীগণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখী হইব।

মনঃশিলোজ্জ্বলাপাঙ্গ্যোগৌর্য্য স্ত্রীককুদাঞ্জনাঃ। কম্বলাজিন সম্বীতাকূর্দ্দন্ত্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ কর্ণপর্ব্বং।

সেই সকল শংখালক অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ গৌরীস্ত্রী সকল, কম্বল এবং অজিন বস্ত্রপরিধানা, অর্থাৎ কম্বল শব্দে (বনাৎ) অজিন

---

* শতদ্রু পদে (শেৎলজ).

† ইরাবতী প্রভৃতি পদে বিপাশা চুনার অর্থাৎ চন্দ্রভাগা সিন্ধু প্রভৃতি।

‡ শংখালকা স্ত্রী পদে শ্বেতবর্ণাস্ত্রী অর্থাৎ শংখের ন্যায় (আলোক) শোভা।

পদে চর্ম্ম পরিধান, আর * মনঃ শিলাচূর্ণে গণ্ডস্থল শোভিত তাহাতে অত্যন্ত শোভিত নয়ন যুগল, আর † গৌরাঙ্গে কঙ্কুদাঞ্জন অর্থাৎ উল্কী, দেশ বিশেষ গোদানী বলে, এরূপ মনোহরা কামিনীগণকে আমি কবে দেখিব।

খরোষ্ট্রাশ্বতরৈশ্চৈবমত্তাযাস্যামহেসুখং।
শমীপীলুকরীরাণাং বনেষু সুখবর্ত্মসু ॥
অপূপান্ শক্তুবাট্যাশ্চ প্রশ্নন্তোমথিতান্বিতাঃ। পথিচ প্রচলাভূত্বা কদাসংপততাধ্বগান্ ॥
কর্ণপর্ব্বং।

—আমার সেই দিন কবে হবে, যে গর্দ্দভ বাউষ্ট্র কি অশ্বতর বাহনে আরোহণ করতঃ সুরাপানে মত্ত হইয়া মত্তাস্ত্রী সহিত মহাসুখে ‡ শমী, পীলুক বীরাদি বনেতে সুখবর্ত্মে অর্থাৎ সুখ পথে গমন করিব। আর অপূপ অর্থাৎ পাদ-

* মনঃ শিলাচূর্ণ পদে অধুনা ম্লেচ্ছভাষায় (পৌডর) বলে, অর্থাৎ রক্তাভচূর্ণ মৃক্ষণে গণ্ডস্থল শোভিত, অভিপ্রায় শ্বেতবর্ণের উপররক্তাভ হইলে গোলাপী বর্ণে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

† গৌরাঙ্গে উলকী স্ত্রীলোকের উপলক্ষ এস্থলে, ফলিতার্থ তদ্দেশে স্ত্রীপুরুষ সকলেরি গাত্রে উল্কী আছে। বর্ত্তমান কালে প্রায় অনেকেই পরিত্যাগ করিতেছে।

‡ শমীবৃক্ষ পদে শাল্মলী ভেদ অর্থাৎ তদ্দেশজাত শিমুল, পীলুক বীর তদ্দেশ প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

স্পংষ্ট পিষ্টক, যাহাকে (পাঁওরুটী বলে) আর শক্তুবাটী, অর্থাৎ প্রাকৃত ম্লেচ্ছভাষায় (বিষকুট) বলে, ইহা খাইব এবং খাওয়াইব, এবং আসবে উন্মত্ত হইয়া তাহারদিগের সহিত পাদপ্রচলিত হইয়া পথে পতিত হইব।

কদাবাহেয়িকাগাথা পুনর্গাস্যামি শাকলে।
গব্যস্য তৃপ্তা মাংসস্য পীত্বাগৌড়ং সুরা-
সবং। কর্ণপর্ব্বং।

কবে শাকলনগরে গিয়া বাহেয়িক গীত অর্থাৎ ম্লেচ্ছ-ভাষায় পুনর্ব্বার গান করিব গুড় সম্বন্ধিমদ্য এবং আসব পান করতঃ * গোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইব।

গৌরীভিঃসহনারীভির্বৃহতীভিরলংকৃতাঃ।
পলাণ্ডু গণ্ডুকযুতান্ খাদন্তীচৈড়কান্ বহন্
কর্ণপর্ব্বং।

সেই বৃহতীগৌরী স্ত্রীগণের সহিত আবৃত হইয়া পলাণ্ডু অর্থাৎ পেয়াজ যুক্ত গণ্ডূক অর্থাৎ ভেক মাংস বাগণ্ডূক শব্দে পিণ্ডালু প্রাকৃতভাষায় (গোল আলু বলে) ম্লেচ্ছভাষায় (পটাটস) বলে তাহা পরম সুখে ভোজন করিব আর ঐড়ক্

---

* গোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত পদে হস্তিনায় বাস জন্য অবৈধাহার করিতে পারে নাই সেই আকাংক্ষায় কহিয়াছে।

অর্থাৎ সুরাসংযুক্ত ফলবিকার যাহাকে আচার বলে, ম্লেচ্ছ-ভাষায় বিনিগরকরাফল, ইহা কবে আমার রসনায় আস্বাদিত হইবে।

বারাহংকৌঃকুটং মাংসংগোব্যং গার্দ্দভ মৌষ্ট্রকং। ঐড়ঞ্চ যেনখাদন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকং॥ কর্ণপর্ব্বং।

শূকরমাংস, কুঃকুটমাংস, গোমাংস, গর্দ্দভমাংস, উষ্ট্র মাংস, আর ঐড়ক অর্থাৎ ফলের আচার যে সকল ব্যক্তিরা আহার না করিল তাহারদিগের জন্মই নিরর্থক, এতদ্রূপ অনেক বিলাপ করিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল।

ইতিগায়ন্তি যেমত্তাঃ শীধুনাং বিহ্বলীকৃতাঃ। সবালবৃদ্ধাঃ কূর্দ্দন্তি তেষুধর্ম্মকথং ভবেৎ॥ কর্ণপর্ব্বং।

আসবপানে বিহ্বলীকৃত উন্মত্ত হইয়া আবল বৃদ্ধে যে ম্লেচ্ছেরা এরূপ কহিয়া কুর্দ্দন করে, অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় কুঁদনী বলে, তাহারদিগের ধর্ম্ম কি রূপে রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ তাহারা স্বভাবতই অধার্ম্মিক।

হতশল্য বিজাণীহি হন্তভূয়োব্রবীমিতে। আবট্টা নামতেদেশান্নষ্টধর্ম্মান্নতান্ ব্রজেৎ কর্ণপর্ব্বং।

মহাধার্ম্মিক কর্ণশল্যকে কহিতেছেন, হে শল্য একাপৃথর্ম্মী বাহীকজাতি, তাহারদিগকে হত বলিয়া জানিহ অর্থাৎ জীবন মৃত, সর্ব্বদা অশুচী, যেহেতু আবট্ট নামে তাহারদিগের সেই দেশ, তদ্দেশ ধর্ম্মবহিষ্কৃত তথায় ধার্ম্মিকেরা গমন করেন না।

ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বৈদেহানা মযজ্বিনাং। নদেবাঃ প্রতিগৃহ্নন্তি পিতরো ব্রাহ্মণাস্তথা ঃ তেষাং প্রণষ্টধর্ম্মানাং বাহীকানামিতি শ্রুতিঃ। কর্ণপর্ব্বং।

দাসভূত ব্রাত্যবাহীক জাতি, দাস পদে, প্রেষ্য অর্থাৎ চিরকাল প্রেষ্য যাহারদিগের সাম্রাজ্য নাই ইত্যর্থে ম্লেচ্ছদিগকে দাসভূত কহে, এবং ব্রাত্য অর্থাৎ সঙ্কর যেহেতু পরস্পর অনুলোমাদিজাত, যাহারদিগের বিধিরহিত বিবাহ, আর বৈদেহ অর্থাৎ দেহ সত্বেও মৃত, যজ্ঞাদি কর্ম্মবর্জ্জিত, তাহারদিগের দেশে গমন এবং সহবাস যে করে, তাহার অন্নজলাদি দেবতা পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন না, এই সর্ব্ব ধর্ম্মবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ ব্যবহারের জনশ্রুতি আছে।

হে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্, আরও বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছব্যবহার বলি শ্রবণ করহ, তাহাতেই বিদ্যমান্ ম্লেচ্ছব্যবহার বিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

কাষ্ঠকুড়েডষু বাহীকা মৃন্ময়েষুচা ভুঞ্জতে।
শক্তুবাট্যাবলিপ্তেষু শ্বাবলীঢ়েষু নির্ঘৃণাঃ।
কর্ণপর্ব্বং।

বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদিগের ভোজন পাত্র মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময় হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট বোধ নাই, এবং শক্তুবাটী অর্থাৎ বিষকুটাদি বস্তুতন্তু শক্তুবাটী পদে নীরস পিষ্টক, ভোজন করে, তাহাতে এক পাত্রে কুঃকুরে খায়, অতএব এমন নির্ঘৃণ যে কুঃকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বাধা নাই।

আবিকঞ্চোষ্ট্রকঞ্চৈব ক্ষীরং গার্দ্দভমেবচ।
তদ্বিকারাংশ্চ বাহীকাঃ খাদন্তিচ পিবন্তিচ
কর্ণপর্ব্বং।

নির্ঘৃণ বাহীকাখ্য জাতীয়েরা আবিক দুগ্ধ অর্থাৎ অজ মেষাদির দুগ্ধ, উষ্ট্র এবং গর্দ্দভ দুগ্ধ পান করে, আর তদ্বিকার অর্থাৎ ছেনা শুষ্কক্ষীরাদি আহার করে, ম্লেচ্ছভাষায় তদ্বিকার পদে (পনিরাদিকে) বলে।

পুত্র সংকরিণীজাল্মাঃ সর্ব্বান্ন ক্ষীরভোজনাঃ। আবট্টানাম বাহীকা বর্জ্জণীয়া বিপশ্চিতা॥ বাহীকেম্ববিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধতঃ। কর্ণপর্ব্বং।

মহামূর্খ বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছজাতি, ইহারদিগের আহারের বিচার নাই, অর্থাৎ সর্ব্বান্ন ও সর্ব্ব জন্তুর দুগ্ধ ভোজন করে, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পাতিব্রত্যধর্ম্ম রাখিবার দৃঢ়ানুশাসন নাই শুদ্ধ পুত্রোৎপাদন হইলেই হয় সুতরাং সঙ্করপুত্র জন্মে, যেখানে সঙ্কর সন্তান হয়, সেখানে আর কোন্ ধর্ম্মের অবস্থান থাকে এরূপ অবিনীত অর্থাৎ অসভ্য অশিষ্ট আবর্ত্ত বাহীক জাতি, আমি কহিলাম, ইহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এবং শালেষু ব্রাত্যেষু বাহীকেষু দুরাত্মসু।
কশ্চেতয়ানোবিবসেন্মুহূর্ত্ত　মপিমানবঃ॥
কর্ণপর্ব্বং।

এরূপ স্বভাব বিশিষ্টব্রাত্য অর্থাৎ জারজ দুরাত্মা বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছজাতি তাহারদিগের সহিত চেতয়ান, অর্থাৎ ধার্ম্মিক চেতন বিশিষ্ট মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও বাস করিতে ইচ্ছা করেন না।

যত্রবৈব্রাহ্মণোভূত্বা পুনর্ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চবাহীকস্ততো ভবতিনাপিতঃ।
নাপিতশ্চ পুনর্ভূত্বা পুনর্ভবতিব্রাহ্মণঃ। ভবন্ত্যেককুলেজাতাঃ সর্ব্বেতে কামচারিণঃ॥

এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্ম্মসঙ্কর কারকং।
কৃৎস্নামটিত্বা পৃথিবীং বাহীকেষু বিপর্য্যয়ঃ॥
কর্ণপর্ব্বং।

অজ্ঞান বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদেশে বর্ণ বিচার নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি বিচার নাই, সকলেই সকল জাতি হয়, অর্থাৎ যেং জাতীয় কর্ম্ম করে তাহাকে তজ্জাতি বলিয়া উক্ত করে, ইহারা সকলেই কামচারি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী, এক কুলে জন্মিয়া * ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি হয়, ইত্যর্থে ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় হয়, ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্য হয়, বৈশ্য হইয়া শূদ্র হয়, পুনরপি ব্রাহ্মণ হইয়া ধোবানাপীত হয়, ধোবা কি নাপীত হইয়াও পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হয়, ফলিতার্থ জাতি বিচার বর্জ্জিত, শুদ্ধ কর্ম্মানুসারে জাতিসংজ্ঞা সকলেই সকল কর্ম্ম করে, ইহারা পশুবৎ অচেতন অর্থাৎ জ্ঞান শূন্য। আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া কেবল বাহীক দেশেই সকল বিপরীত ব্যবহার দেখিলাম, অর্থাৎ বেদোক্ত সকল কর্ম্মের বিপরীত ইহা দেশদর্শী কোন ব্যক্তি কর্ণকে কহিয়াছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্ম সঙ্করকারক বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ জাতি, ইহারা সাধুদিগের সম্ভাষ্য নহে।

---

* এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শব্দ তদ্দেশে নাই শুদ্ধ ব্রাহ্মণাদিবৎ কর্ম্মমাত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টাকে ব্রাহ্মণ, বলে রাজ্য রক্ষাথে ক্ষত্রিয়াদি,

ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্ আপনি ম্লেচ্ছ ব্যবহার যাহা কহিলেন, তন্মধ্যে আমার সন্দেহ এই যে ম্লেচ্ছেরা ধর্ম্মসঙ্করতা প্রযুক্ত সকলের ক্ষেত্রেই সকলে সন্তানোৎপত্তি করে, অর্থাৎ পরপরিগৃহীতা স্ত্রী পতিত্যক্তা বা বিধবা হইলেও তাহাতে সন্তান জন্মায় ইহা তদ্দেশ ব্যবহার কেন হইল, বিশেষতঃ সকল স্ত্রীই পুংশ্চলী অর্থাৎ অন্য পুরুষের সহিত বেশ্যাবৎ বিচরণ করে, ইহার কারণ কি।

পরমহংসোক্তিঃ। বাপুরে এতৎ প্রশ্নের উত্তর যাহা করি, তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ।

পুরাসতীহৃতাকাচিদাবট্টাৎ কিলদস্যুভিঃ।
অধর্ম্মতশ্চোপযাতা সাতান ভ্যশপৎতদা।
বালাং বন্ধুমতীং যন্মামধর্ম্মেণোপগচ্ছথ।
তস্মান্নার্য্যো ভবিষ্যন্তি বন্ধক্যো বৈকুলস্যবঃ॥ কর্ণপর্ব্বং।

পূর্ব্বে কোন এক পতিব্রতাস্ত্রীকে আবট্টদেশে হইতে দস্যু-

বাণিজ্য অর্থাৎ সদাগরিকর্ম্ম এবং চাস গোরক্ষা বৈশ্যধর্ম্ম, সেবাকর্ম্ম অর্থাৎ ভৃত্য, বস্ত্রাদি ধৌত কর্ম্ম রজক, ক্ষৌরাদি কর্ম্ম নাপিত, সুতরাং কর্ম্মানুসারে বিপর্য্যয় হইতে পারে বাহিক দেশে সকলেই সকল কর্ম্ম করিয়া জাতি সংজ্ঞা পায় কিন্তু আহার কি ব্যবহারের বাধা নাই সুতরাং এক জাতি, ইহা অন্য দেশের সহিত সংমেলন হয় না।

গণেরা অপহরণ করে, দস্যু শব্দ ম্লেচ্ছবাচক মনু কহিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথমে তদ্দেশে * স্ত্রীর অল্পতা প্রযুক্ত প্রজোৎপত্তি হয় না, একারণ সভ্যদেশের কোন স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়াযায়, সেই স্ত্রী অধর্ম্ম দ্বারা অপহৃতা হইয়া নরাধম পাপশীল দুরাত্মা বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদিগকে অভিশাপ করে, রে পাষণ্ড জাতিয়েরা, যেমন অধর্ম্ম বুদ্ধিতে আমি বন্ধুমতী স্ত্রী আমাকে হরণ করিলি, তেমন তোমারদিগের এই দেশে স্ত্রীমাত্রই বন্ধ্যকী অর্থাৎ বেশ্যাবৎ দুশ্চারিণী হইবে, যদি আমার পতিচরণে মন থাকে, ইহা বলিয়া দেহ ত্যাগ করে, তদবধি ম্লেচ্ছদেশজাতা স্ত্রীগণেরা হইয়া ৫ ...ণী হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

হইয়া (

র্ব্বার ব্র

কর্ম্মানুস

---

* স্ত্রীর অল্পতা প্রযুক্ত অন্যদেশীয়া স্ত্রীকে অপহরণ করে, ইহা পুরাবৃত্ত কথনে ব্যক্ত হওয়াযায়, অর্থাৎ রুমাদি দেশে যখন রাজারা রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহারদিগের শাসন ছিল, যে হৃতানীতা স্ত্রী সকল হইতে প্রজোৎপত্তি কর, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিহ না যে পরদারা হরণে পাপ হয়, বিধবা সধবার বিচার কি, যে কোন রূপে সন্তান হইলেই হয়, সুতরাং এই আদেশের মূল শুদ্ধ ঐ সতীশাপকে মান্য করিতে হয়, সেই অবধি তত্তদ্দেশে অশাস্ত্রীয় বিবাহের বিধিচলিয়া আসিতেছে, কেননা অখণ্ডনীয় পতিব্রতার শাপে, সকল স্ত্রীই তদ্দেশে ভ্রষ্টধর্ম্মিণী হইবেক।

এবং স্ত্রীর অল্পতা যে তাহারদিগের ছিল ইহা বাইবেল দৃষ্টেও বোধ হইতেছে, যখন আদমের পুত্র, [কইন ও হাবেল] হয়, তখন তাহারদিগের বিবাহের কথা উল্লেখ হয় নাই, তাহাতে অনুমান সিদ্ধ

ক্ষত্রিয়স্য মলং ভৈক্ষং ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলং। মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং বাহেয়িকামলং। কর্ণপর্ব্বং।

ভিক্ষোপজীবী ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়েরমল, ব্রাহ্মণানুষ্ঠান বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরমল, পৃথিবীরমল ম্লেচ্ছ, স্ত্রীলোকের মল ম্লেচ্ছস্ত্রী অর্থাৎ ইহারদিগের সংসর্গে ধর্ম্মপ্রভার হানি হইয়া চিত্ত মলিন হয়।

মনুষ্যাণাং মলং ম্লেচ্ছাম্লেচ্ছানামৌষ্টিকং মলং। ঔষ্টিকানাং মলং শণ্টাঃ শণ্টানাং রাজযাজকাঃ। কর্ণপর্ব্বং।

মনুষ্যমাত্রের মল ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছমধ্যে মল ঔষ্টিক, ঔষ্টিকের মধ্যে মল শণ্ট, শণ্টের মধ্যে মল রাজযাজক হয়, এই ম্লেচ্ছ পদে আর্য্য জার্ত্তিক অর্থাৎ আর্য্য হইতে জার্ত্তিক অপকৃষ্ট, তাহার মধ্যে ঔষ্টিক, অর্থাৎ * ইযুজাতে দেশজ ম্লেচ্ছ জঘন্য তাহার মধ্যে শণ্ট অর্থাৎ উপদ্বীপস্থ ম্লেচ্ছ হীন, যাহারদিগকে ইন্দুদ্বীপীয় বলে, তাহার মধ্যে তজ্জাজক, অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা অপকৃষ্ট মলবৎ ত্যজ্য।

হয়, যে আদম হইতে স্ত্রী সৃষ্টি হয় নাই, ইহারা পরস্ত্রী হরণ করিয়াই বংশ বিস্তার করিয়াছিল।

* ইযুজাত, পদে ইউরোপ।

কৃতঘ্নতা পরবৃত্তাপহারো মদ্যপানং গুরুদারাবমর্দ্দনং। বাকপারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা বহির্গেহং পরবস্ত্রপভোগঃ। যেষাং ধর্ম্মস্তান্ প্রতিনাস্ত্যধর্ম্ম আবট্টকান্ পাঞ্চনদান্ ধিগস্তু॥ কর্ণপর্ব্বং।

বাহীকাখ্যম্লেচ্ছ, যাহারা কৃতঘ্ন, অর্থাৎ উপকারির প্রতি অপকার ব্যতীত প্রত্যুপকার ধর্ম্ম রহিত, পরবৃত্ত হরণেই ধনাভিমান করে, সর্ব্বদা মদ্যপানে যাহারা রত, গুরুদারা মর্ষক, অর্থাৎ বয়ঃজ্যেষ্ঠা স্ত্রী বিহারশীল, এবং পরভুক্তা স্ত্রীতে রতি সম্পাদান কর্ত্তা, কটুভাষী অর্থাৎ শ্রবণে কটুক নহে তাহার ফল কটু এমত বাক্য কহে, পশুবৎ ব্যবহারী, রাত্রিচর্য্যা পদে রাত্রি অবধি যাহারা দিবা গণনা করে, এবং গ্রামের প্রান্তভাগেই গৃহ করণশীল আর যাহারা অগ্নিসংস্কার বর্জ্জিত, কেবল গর্ত্তে মৃতদেহের গতি করে, এমত পাঞ্চনদাতিরিক্ত যে বাহীক জাতিরধর্ম্ম তাহারদিগের পক্ষে আর অধর্ম্ম কি আছে, অতএব, ম্লেচ্ছযবনাদির যে ধর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্ম বলাযায় না, সুতরাং আমি যে ধর্ম্ম প্রশংসা করিলাম, সে ইহার বহির্ভূত তাহাতে অধিষ্ঠান করিলে মোক্ষ ধনের লাভ হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার স্বরূপং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৯০ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৫। সন ১২৬০ সাল ৩০ কার্ত্তিক সোমবার

অথ অক্ষতযোনিবিধবা বিবাহ নিরাকরণং।

এতন্মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে নবশাখ জাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহিতা হইয়া বিধবা হইয়াছে। তৎপিতা ঐ কন্যাকে দুরূহ বিধবা ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া অন্য পাত্রে পুনঃ সমর্পণ করিবার বাসনায় পণ্ডিতগণ সন্নিধানে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে ভাসপত্রের সহিত শাস্ত্র প্রমাণান্বিত ব্যবস্থাপত্র লেখিত হইল।

বেদ পুরাণের [illegible] শ্রীযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ

শ্রীচরণেষু।

"প্রশ্নঃ। নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে [illegible] বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না, আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না। এবিষয়ের যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়"।

কস্যচিৎ কর্ম্মকারস্য।

অস্যোত্তরং লিখ্যতে।

"উত্তরং। মন্বাদি শাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণানন্তরং ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ পুনর্ভবণানা মুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবা ধর্ম্মতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ রূপাদ্য কল্পদ্বয়েহ- সমর্থায়া অক্ষত যোন্যাঃ শূদ্র জাতীয় মৃতভর্ত্তৃক বালায়াঃ পাত্রান্তরেণ সহপুনর্ব্বিবাহঃ পুনর্ভবণরূপ বিধবাধর্ম্মত্বাৎ শাস্ত্রসিদ্ধএব, যথা বিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয় ভর্ত্তৃ- ভার্য্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্র বিদাংমতম্"

"অত্র প্রমাণম্। মৃতেভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুবচনং। যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সাপৌনর্ভব উচ্যতে ইতি। সাচেদক্ষত যোনিঃ

ন্যাদগত প্রত্যাগতাহপিবা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃসংস্কার মর্হতীতি চ মনুবচনং। সাস্ত্রী যদ্যক্ষত যোনিঃ সত্যনামাশ্রয়েৎ তদাতেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতীতি কুল্লূক ভট্টব্যাখ্যানং। নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতেক্বচিৎ। নবিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনরিতি বচনন্তু। দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে। ইতি নিয়োগ মুপক্রম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গ বিবাহ নিষেধ পরং। নসামান্যতো বিধবা বিবাহ নিষেধক মন্যথা পুনর্ভবণ প্রতিপাদক বচনয়ো র্নির্বিষয়ত্বা পত্তিরিতি। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চেত্যাদ্যাহ তত্ত্বকৃত্ বৃহন্নারদীয় বচনং। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্ত কন্যা প্রদীয়তে। ইতি তদ্ধিতাদিত্য পুরাণীয় বচনঞ্চ সময়ধর্ম্ম প্রতিপাদকতয়া ননিত্যবদনুষ্ঠান নিষেধকং। অন্যামপ্যত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেঽক্ষত যোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ। দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্যচৈব ইতি মদন পারিজাত ধৃত বচনেন সহৈতয়োরেক বাক্যত্বেঽক্ষত যোন্যাঃ বালায়াঃ পুনর্ব্বিবাহং নতে প্রতিষেদ্ধুং শক্যং অতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্যা বিবাহ নিষেধকতয়া ব্যতিরেক মুখেনাক্ষতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহমেব দ্যোতয়ত ইতি”

শ্রীহরিঃ।	শ্রীহরিঃ।	শ্রীজগন্নাথঃ।
শরণং।	শরণং।	শরণং।
শ্রীরামতনু শর্ম্মণাম।	শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম।	শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম।

যথা

ব্যবস্থাপত্রস্যার্থঃ। মন্বাদিশাস্ত্রে স্ত্রীলোকেরদিগের পতি মরণানন্তর ব্রহ্মচর্য্য সহমরণরূপাদি অনুষ্ঠানদ্বয়ে অশক্তা শূদ্র

জাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা কন্যার পাত্রন্তরের সহিত পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ, যেহেতু পুনর্ভবণরূপ বিধবাধর্ম্ম প্রযুক্ত যথা বিধি সংস্কৃতা কন্যার দ্বিতীয় ভর্ত্তার ভার্য্যাত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মত।

অস্য প্রমাণস্যার্থঃ। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণরূপ বিধবারধর্ম্ম শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বিষ্ণুবচনের প্রমাণ মনু লেখেন পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্ত্রী যদি আপনার ইচ্ছায় পুনর্ভূ হইয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় পতি করিয়া সন্তানোৎপত্তি করায় সেই পুত্রের নাম পৌনর্ভব হয়, সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হয়, আর পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতিকে আশ্রয় করে বা পূর্ব্ব পতির নিকট পুনর্ব্বার আগতা হয়, তবে পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত সেই স্ত্রীর বিবাহাখ্য সংস্কার পুনর্ব্বার হইতে পারে, কিন্তু বিধবা বিবাহ সর্ব্বত্রে নিষেধ আছে, যেহেতু ঔদ্বাহিক মন্ত্রে কোথাও এমত নিয়োগ নাই এবং বিবাহ বিধিতেও উক্ত হয় নাই যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে কেবল আপদ্ধর্ম্মে সন্তান পরিক্ষয়ে পতি কি গুরুতর ব্যক্তির অনুজ্ঞায় পুত্রেচ্ছায় দেবর কি জ্ঞাতি হইতে এক বার গমনে এক পুত্রোৎপাদন করিতে পারে এবচনে নিয়োগোপক্রমের লিপিতে নিয়োগাঙ্গ বিধবা বিবাহ নিষেধ, এতদ্বাক্যে সামান্যতঃ বিধবা বিবাহ নিষেধ, অন্যং পুনর্ভবণ প্রতিপাদক বচনদ্বয়ের আপত্তির বিষয় নহে। অপিচ দত্তা কন্যার অন্যপাত্রে পুনর্দ্দান নাই

উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয় বচনে নিষিদ্ধ, এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্ত কন্যা প্রদান নিষিদ্ধ, এই তদ্ধিতাদিত্য পুরাণদ্বয়ের প্রমাণে সময় ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, নিত্যবৎ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ, এতৎ বচন সকল দ্বারা বিধবা বিবাহের বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ নিষেধে অক্ষত যোনির পুনর্বিবাহের প্রস্তুত হইতেছে, কেননা দেবর দ্বারা সন্তানোৎপত্তি বানপ্রস্থ ধর্ম্মগ্রহণ দত্তক্ষতযোনি কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ, এই মদন পারিজাত ধৃত বচনের সহিত ঐক্য হওয়াতে * অক্ষত যোনির বিবাহ নিষেধ হইতে পারে না, বস্তুতঃ ক্ষতযোনির বিবাহ নিষেধে অক্ষত যোনির বিবাহই দৃঢ়তর হইল।

এই সকল শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা এতদ্রাজধানী কলিকাতা নগরীয় প্রধানাধ্যাপক মহাশয়েরা নবশাখজাতীয় অক্ষত যোনি বিধবা স্ত্রীর বিবাহের স্থিরতরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিবস এতন্নগরীয় শোভাবাজারে শ্রীমন্মহারাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সভায় ঐ ব্যবস্থাপত্র লইয়া বিচারো-

---

* এতৎ মনুবাক্যের ঐক্যদ্বাক্যে যে (দত্তাক্ষতায়া ইত্যত্র অক্ষতাপদেশেনসহ সমাস মাশ্রিত্য সিদ্ধকৃতি ব্যতিরেক মুখেন পুনর্ব্বিবাহস্যাসম্ভবাৎ ইতি মতাংমতং) দত্তাক্ষতা বলাতে অক্ষতার সহিত সমাসকে আশ্রয় করিয়া ব্যতিরেক মুখে বিবাহিতাস্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ অসম্ভব হইং সাধুদিগের মত

পস্থিত হয়, তাহাতে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীমদ্ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত ব্যবস্থাপত্রের প্রতি অনেক প্রকার আপত্তি আনয়ন করিলেন, তৎকালে শ্রীমৎ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তৎসভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের আপত্তি খণ্ডনে অশক্ত হইয়া নতশিরা হইয়াছিলেন, কেবল রাজসদসি এইমাত্র কহিয়াছিলেন, যে (এব্যবস্থাপত্র আমরা কোন কৌশলে লিখিয়াছিলাম) তাহাতে প্রতিবাদি ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যে অর্থের কৌশল বা বচনের কৌশল অবশ্যই থাকিতে পারে, থাকুক্ কিন্তু ইহা অব্যবস্থা হইয়াছে কি না, তাহাতে স্বমুখে স্বীকৃত হইলেন যে অব্যবস্থা হইয়াছে, এতৎ শ্রবণে সকলেই স্মেরানন হইলেন, মহারাজা বাহাদুরও মান্য সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতের অন্য প্রকার কোন দণ্ড না করিয়া তাঁহারদিগের সাক্ষাতে প্রভূত মূল্যের এক যোড়া শাল ঐ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিলেন, তদ্দৃষ্টে ঐ বিবাহ বিষয়ে উদ্যোগি ব্যক্তিরা হতপ্রভ বিষন্ন বদনে স্বস্বভবনে গমন করিলেন, অনন্তর শ্রীমন্মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরও এতদ্বিষয়ে পরমহর্ষযুক্ত হইয়া পণ্ডিত দিগকে বহুতর প্রশংসা করিলেন, পরে বিধবা বিবাহানুমোদি ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধমনা হইয়া শ্রীমদ্ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যকে লইয়া পুনর্ব্বার উক্ত রাজভবনে আর এক দিবস ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সহিত বিচার করান্ তাহাতে ব্রজনাথ

কিঞ্চিৎ ক্ষোভযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি তৎকালে সমুদয় শাস্ত্রের প্রমাণ সংকলন করিতে পারিলেন না, বিচার জিগীষায় ভবশঙ্কর স্বমত পুষ্টার্থে বহুবচন সংকলন করিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি নিশ্চয়জিত হইতে পারেন নাই, পরিণামে গোলোযোগ উপস্থিত করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা ঘোষণা করিয়াছিল যে ভবশঙ্কর জয়ী হইলেন, যাহাহউক তাহাতে উক্ত পণ্ডিতেরদিগের শ্রীমদ্রাজভবনে সম্মান লাভ হইল না, এবং তদ্ব্যবস্থাকেও কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

অধুনা এতদক্ষভযে নি বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি বক্তব্য এই যে তাঁহারদিগের এচাতুর্য্যের ফল কি, যখন বিধবার বিবাহ দিতে সংপূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন দিলেই পারেন, তাহাতে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসু হওয়াই অনুচিত ইচ্ছামত কার্য্য সাধনে এমত সুখদকাল আর কবে পাইবেন, একালে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে তাহার নিন্দা নাই। যথা (অকুৎসনাচ পতিতে যুগেক্ষীণে ভবিষ্যতীতি) ভবিষ্যৎ বাক্যে উক্ত আছে যে কলিযুগে পতিত ব্যক্তিতেও নিন্দা থাকিবেক না, সেই মহাযুগ এবং সেইমত রাজ্যও উপস্থিত হইয়াছেন, একালে বিধবা বিবাহার্থে পণ্ডিতের ব্যবস্থার অপেক্ষা কেন করিতেছেন, বিশেষতঃ প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি আরও জিজ্ঞাসা, যৎকালে নগরীয় মহাপুরুষেরা (স্পেন্সহোটেল ও আক্লেণ্ডহোটেল) প্রভৃ-

ভিতে আহার করিতে প্রস্তুত হয়েন, তৎকালে কি, বার-শোদ্যানে শ্রীমৎকাশীনাথ তর্কালঙ্কার বা ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের কি মলঙ্গায় রামতনু তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াথাকেন, যে হিন্দু সন্তানদিগের হোটেলাদিতে ম্লেচ্ছযবনান্ন গ্রহণ করা হইতে পারে কি না, যখন স্বেচ্ছাবশে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তখন বিধবা বিবাহও তদ্রূপে সম্পাদন করা উচিত হয়, নিরর্থ যৎকিঞ্চিৎ লোভ প্রদর্শন করাইয়া অর্থলোলুপ পণ্ডিতদিগকে বিশিষ্ট সমাজে তিরস্কৃত করাইমাত্র হয়, কেননা ইঁহারা অর্থের দাস তন্নিমিত্ত লালায়িত, সুতরাং অর্থলালসায় অন্ধীভূত হইয়া দিক্ কি বিদিক্ কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া অব্যবস্থাকেও ব্যবস্থারূপে লিখিয়াদেন উত্তর ফলের কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না।

অথ পুনর্ভবণরূপ বিধবা বিবাহ নিরাকরণং।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপত্রের এবং প্রমাণ দ্বারা বিধবা বিবাহের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা পত্রাদির নিরাকরণার্থে বক্তব্য হইল, অর্থাৎ কোন বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহাশয়রা এমত নিবিষয়কে প্রসিদ্ধ বিষয় রূপে জানাইয়াছেন, অর্থাৎ (বিধবাধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ) তদতিরিক্ত পুনর্ভবণ সংস্কারকে কি বলিয়া বিধবাধর্ম্মে ধৃত করিয়াছেন, যাহাকে কোন মতে শিষ্টদিগের যুক্তিযুক্ত করাযায় না।

যদ্রূপ মৃতভর্তৃকা স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যও সহমরণে পতিব্রতাধর্ম্ম রক্ষা হয়, সেই রূপ কি পত্যন্তর গ্রহণেও বিধবার পতিব্রতা-ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে, ইহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করুন্। বিধবা শব্দের অর্থ কি, (বিগতোধবো যস্যা সা বিধবা) ধব শব্দে পতি অর্থাৎ যাহার পতি বিয়োগ হয় তাহার নাম বিধবা, সুতরাং পুনঃপতি গ্রহণ করিলেই তাহার বিধবাত্ব খণ্ডন হইয়াযায়, অতএব তাহাকে পতিযুক্তা দেখিয়া সধবা বলাই সঙ্গত হয়, তদ্ধর্ম্মে মৃত পতিকার পত্যন্তরের পাণি-গ্রহণে পতিব্রতাধর্ম্ম কদাপি রক্ষা হইতে পারে না ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মত।

কি আশ্চর্য্য, অন্য ভর্ত্তার ভার্য্যা হইয়া কি পূর্ব্ব মৃতপতির প্রিয়কার্য্য সাধন করা হয়, যাহা ভগবান্ মনু দৃঢ় রূপে নিষেধ করিয়াছেন, যথা (পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা পতিলোক মভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং) (মৃতস্যাপ্রিয়ং ব্যভিচারেণেতি কুল্লূকভট্টঃ) পতিলোক কামনা যে স্ত্রী করে সে স্ত্রী কদাপি পতির অপ্রিয় কার্য্য করেন না যেহেতু মৃত পতির অপ্রিয়কার্য্য ব্যভিচার হয়, ব্যভিচার পদে পত্যন্তর গ্রহণ, সুতরাং পুনর্ভবণ রূপ বিধবাধর্ম্ম কদাচিৎ হইতে পারে না, শুদ্ধ স্বকপোল কল্পিত যুক্তি দ্বারা চূর্ণিকারচনা করিয়া পণ্ডিত মহাশয়রা পুনর্ভবণ রূপ বিধবা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, কেবল শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বিষ্ণু-

বচনে (মৃতেভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি) বলিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্যৎ ভূরিং প্রমাণ আছে তাহাকে স্পর্শও করেন নাই এবং উক্ত বচনেও পুনর্ভবণ শব্দ নাই, অপিচ যে দুইটি মনুর বচনকে ধৃত করিয়াছেন, তাহাও অক্ষতযোনি বিধবা বিবাহের বিষয় নহে, তৎতাৎপর্য্য কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে॥
॥ ১৭৫ ॥ মনুঃ ৯ অং।

যেতি। যাভর্ত্রা পরিত্যক্তা মৃতভর্ত্তৃকা বা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যা ভূত্বা যমুৎ পাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভবঃ পুত্র উচ্যতে।
॥ ১৭৫ ॥ কুল্লূকভট্টঃ।

যে স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অথবা বিধবা হয়, সেই স্ত্রী যদি আপন ইচ্ছায় অন্যের ভার্য্যা হইয়া পুত্রোৎপাদন করায়, সেই পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র নামে উক্ত হয়॥ ১৭৫ ॥

শ্লোক মধ্যে (স্বেচ্ছয়া) বলাতে আপনার ইচ্ছা দ্বারা অন্যের ভার্য্যা হয়, সুতরাং তাহাকে স্বৈরচারিণী বলা হইল, স্বৈরচারিণী পদে কুলটা, অতএব ভঙ্গীক্রমে তাহার পুত্রকে কুলটা পুত্র বলা হইয়াছে।

সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥
। ১৭৬। মনুঃ ৯ অং।

সাচেদিতি। সাস্ত্রী যদাক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি। যদ্বা কৌমারং পতিমুৎসৃজ্যান্য মাশ্রিত্য পুনস্তমেব প্রত্যাগতা ভবতি। তদা তেন কৌমারেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি॥ ১৭৬॥ কুল্লূকভট্টঃ।

সেই স্ত্রী যদ্যপি অক্ষতযোনি হয়, কিম্বা গত প্রত্যাগত হয়, তবে উপরি শ্লোকোক্ত পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত তাহার বিবাহাখ্য সংস্কার হইতে পারে॥ ১৭৬॥

কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যাভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে, বিধবা পদে বাগ্দত্তাকন্যার যদি পতি মরে তাহারও বিধবা সংজ্ঞা হয়, সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হয়, এবং অন্যকে আশ্রয় করে, তবে পৌনর্ভবের সহিত তাহার বিবাহ হয়, (অন্যমাশ্রয়েৎ) ইত্যর্থে দেবর ভিন্ন পুরুষের আশ্রয়কে অন্যাশ্রয় কহিয়াছেন। এস্ত্রীরও বিবাহ অবিহিত সাধুধর্ম্মে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্যৎ পূর্ব্ব পতিকে যদ্যপি কৌমার দেখিয়া পরিত্যাগ করতঃ অন্যাশ্রিতা হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব কৌমার পতির নিকট আইসে তবে ঐ স্ত্রীর পূর্ব্ব পতি ঐ কৌমারের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহাখ্য সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু তাহাও অশাস্ত্রীয় বিবাহ সাধুদিগের ত্যজ্য হয়, যথা (সকৃদংশোনিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহদদানীতি

স্ত্রীণাং তানি সতাং সকৃৎ ইতি। মনু দৃঢ়ানুশাসন করিয়াছেন, যে কন্যা দান করা দুই বার সাধুকর্ম্ম নহে অর্থাৎ সদ্ব্যবহার্য্য নহে, সুতরাং মনুর প্রমাণে অসৎ জাতীয় ব্যবহার দৃষ্টে উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। অর্থাৎ অশিষ্টাচার স্থলে অশিষ্ট সম্মত বিবাহ অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যখন (১৭৫) শ্লোকে মনু পৌনর্ভব লক্ষণ কহিয়াছেন, তখন কুলটা পুত্রের সহিত সৎকন্যার বিবাহ কস্মিন্ কালেও সঙ্গত হয় না, পৌনর্ভব শব্দ মনুর মতে (কুণ্ড, ও গোলকের) বাচক হয়, সে যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়রা অক্ষতযোনি বিধবা বিবাহের বিষয়ে যে এশ্লোককে ধৃত করিয়াছেন, সে সঙ্গত হয় নাই, যেহেতু ইহাতে বিধবা পক্ষকে ধৃত না করিয়া কেবল অক্ষতযোনি পতি পরিত্যক্তার বিষয়কে মনু ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ, যখন কুল্লূকভট্ট কৌমার পতিকে ত্যাগ লিখিয়াছেন তখন পাণিগ্রহণরূপ সপ্তপদ গমনে ভার্য্যাত্ব সিদ্ধির বিষয় পর না হইয়া বাগ্দান বিষয় পর হয়, যেহেতু বিবাহানন্তর কুমার কুমারীত্বের খণ্ডন হইয়াযায়, শুদ্ধ বাগ্দান পর্য্যন্ত কুমারীত্ব থাকে। ইহা তন্ত্রেও কুমারী পূজা বিষয়ে কহিয়াছেন, যে রজোদৃষ্টে কি বিবাহ হইলে আর কুমারী বলিয়া পূজা করাযায় না, (যথা তাবৎ কুমারী বিজ্ঞেয়া যাবৎ পুষ্পং নবিন্দতে) ইতি যামল বচনং কেবল বাগদান পর্য্যন্ত কুমারী থাকে. বাগদানানন্তরে যদি

ঐকন্যা বিবাহার্থে অন্যকে আশ্রয় করে, কোন কারণে তথায় বিবাহ না হয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব কৌমার পতির নিকট প্রত্যাগতা হয়, তবে সেই কৌমারের সহিত তাহার বিবাহাখ্য সংস্কার হয়, কিন্তু ইহাও শিষ্ট সম্মত নহে, যেহেতু সেই স্ত্রীকে অন্য পূর্ব্বা অর্থাৎ পুনর্ভূ বলে, অতঃপর বাগ্দান বিষয়ের এবং গোত্রান্তর হইকে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতে পারে না তাহার প্রমাণ লিখিতেছি। যথা।

অদ্ভির্বাচা প্রদত্তায়াং ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরো-যদি। নচমন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতু রেব সা॥ বশিষ্ঠোক্তৌ।

জল দ্বারা অর্থাৎ বিবাহার্থাবগাহন, বা বাক্য দ্বারা যদি কন্যা প্রদত্তা হয়, অনন্তর বরের মৃত্যু হয়, কিন্তু বিধি মন্ত্র দ্বারা উপনীতা না হয়, তবে সেই কন্যায় কুমারীত্ব থাকে, অর্থাৎ তৎপিতা কুমারী বলিয়া দান করিতে পারে।

অথ বাগ্দান লক্ষণং।

দত্তাং বাগ্দত্তামিতি। ইমাং কন্যা অমুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রুত্তামিতি॥ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ।

এতদ্বিষয়ের বচনের মধ্যে যেং স্থানে দত্তাকন্যা বলিয়াছেন, সেইং স্থানে বাগ্দত্তা বলিয়া জানিহ। অর্থাৎ এই

আমার কন্যা অমুককে দান করিব এতৎ প্রতিশ্রুত হওয়ার নাম বাগ্‌দান।

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ পিতুর্গোত্রাপহারকাঃ। ভর্ত্তুর্গোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ॥ বৃহস্পতিঃ।

পাণিগ্রহণিক মন্ত্র সকল পিতৃগোত্রের অপহারক হয়, সপ্তপদ গমনানন্তর ঐস্ত্রী স্বামীর গোত্র হয়, তদ্গোত্রোল্লেখে তাহার পিণ্ডোদক ক্রিয়া হইবে, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন। এস্থলে ব্যবস্থাপকদিগের প্রতি জিজ্ঞাসা করাযায়, যে পাণি গ্রহণানন্তর মৃতভর্তৃকার পৌনর্ভবের সহিত যে বিবাহ দিতে ব্যবস্থা দেন, তাহাতে বিবাহ বিধির উক্তিমত প্রবরগোত্র উল্লেখ কিরূপ হইবে, অর্থাৎ ঐ কন্যার পিতৃগোত্র বা স্বামীগোত্র উল্লেখ করিয়া বিবাহ দিবেক, ইহার সংপ্রদান কে করিবে তাহার ব্যবস্থা অগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা

স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে ইত্যাদি। লঘুহারীতোক্তৌ।

বিবাহ কালে সপ্তপদ গমনে স্বগোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র ভ্রংশ হয়, ইহা লঘুহারীত উক্ত করেন। এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে দমচরিতে ১৩৬ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ কন্যাত্বং নৈববিদ্য-

ক্কেচ নকন্যানাস্ত বিবাহেন সম্বন্ধঃ পৃথিবী শ্বরাঃ॥ তইমে যেবলাদেনাং কন্যামাদাতুমুদ্যতা বলিনস্তে যদিততঃ কুর্ব্বন্তিনতু সাধুতৎ॥ মার্কণ্ডেয়ে।

বিবাহিতা কন্যার কন্যাত্ব থাকে না অর্থাৎ তাহার পিতা আর অন্যকে সংপ্রদান করিতে পারে না, কন্যা সম্বন্ধ বিবাহ দ্বারা হয়, অর্থাৎ যাবৎ পাণিগ্রহণ মন্ত্রে পরিনীতা না হয়, তাবৎ কন্যা কিন্তু তোমরা বলবান যদ্যপি বলেতে কন্যাকে লইয়া বিবাহ কর, তবে করিতে পার; কিন্তু সাধুকর্ম্ম হয় না অর্থাৎ সত্তের ধর্ম্ম নহে, এরূপ বিবাহ অসৎ অর্থাৎ ইতর জাতির ন্যায় হয়।

যদি বল (স্বাম্যকারণন্ত প্রদানং নতুবাগ্‌দানমিতি) স্বামিত্ব সিদ্ধি সংপ্রদানে বাগ্‌দানে সিদ্ধ নহে। যথা

প্রদানেনৈব কন্যায়াং বরস্যস্বাম্যং জায়তে কন্যাদাতুঃস্বাম্যং নিবর্ত্ততে।

লঘুহারীতোক্তৌ।

বিধিমন্ত্রে সংপ্রদান দ্বারা বরের কন্যার উপর কর্ত্তৃত্ব হয়, এবং কন্যাদাতার কর্ত্তৃত্ব নিবর্ত্ত হয়, অতএব বাগ্‌দানেও কন্যাত্ব থাকে সেই কন্যার বাগ্‌দত্তা হইলে যদি পতি মরে, তবে তাহার কন্যাত্ব রহিল এবং শাস্ত্র সিদ্ধ বিবাহও হইতে পারে না, তাহার প্রতি কি ব্যবস্থা হয়, উত্তর তাহার বিধবাত্ব সিদ্ধিই বটে তথাপি যদি ঐকন্যা বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহার অনুমতিক্রমে দেবরকে দিতে পারে, তাহার প্রমাণ।

যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্য কৃতেপতিঃ।

ত্যমনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ।

মনুঃ।

বাগ্দানানন্তর যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়, সেই কন্যাকে এই পুনর্ভবণ বিধান দ্বারা তাহার দেবর বিবাহ করিতে পারে, তথাচ শাস্ত্রান্তরেচ।

গতেনষ্টে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে।

বাগ্দানানন্তর যদি পতির মৃত্যু হয় বা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিম্বা পতিত অর্থাৎ জাত্যন্তর বা নপুংসক হয়, তবে ঐ কন্যার অনুমতিতে তাহার দেবরকে দিতে পারে, অন্যে গ্রহণ করিতে পারে না এতদ্ব্যবস্থাও অশিষ্ট পক্ষ নচেৎ সাধুপক্ষ সম্মত নহে, যেহেতু বর্ত্তমান কলিযুগে ক্ষতাক্ষত যোনির পুনর্বিবাহ এবং কালিন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যথা (অন্য পূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি) প্রমাণ আছে।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
ইত্যাদি বৃহন্নারদীয় বচনং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্ত কন্যা প্রদীয়তে।
ইত্যাদি। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ। ইত্যাদি।

দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, আর দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, এবং নরমেধ

ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, অপিচ দেবর দ্বারা সন্তানোৎপত্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল কলিযুগে বর্জ্জন করিয়াছেন। তথাচ

সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলাঃ।
উদক স্পর্শিতা যাচ যাচ পাণি গৃহীতিকা।
অগ্নিঃ পরিগতাযাচ পুনর্ভূ প্রভবাচযা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তিকুলমগ্নি-
বৎ॥ কাশ্যপোক্তৌ।

কুলাধমা সপ্ত প্রকার পৌনর্ভবা কন্যা সর্ব্বতঃ প্রকারে বর্জ্জনীয়া আদৌ বাগ্দত্তা দ্বিতীয় মনোদত্তা, অর্থাৎ অন্য পতি প্রতি মনঃসংযোগ করিয়াছে ইহা মহাভারতে সংবাদ আছে, অর্থাৎ অম্বাকে ভীষ্ম ত্যাগ করেন, যেহেতু সে শাল্বরাজাকে মনে বরণ করিয়াছিল, তৃতীয় বিবাহার্থ মাঙ্গল্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ গাত্রে হরিদ্রাদি দিয়া অধিবাসাদি ক্রিয়া সম্পন্না চতুর্থ জলস্পর্শিতা, পঞ্চম পাণিগৃহীতা ষষ্ঠ অগ্নি পরিগতা অর্থাৎ কুশণ্ডিকা সম্পন্না, সপ্তমপূর্ব্বোক্ত পুনর্ভূ কন্যা অর্থাৎ জারজাতা, এই সপ্ত প্রকার কন্যা অবিবাহ্যা ইহারা অগ্নিবৎ কুলদগ্ধ কারিণী হয়, অনন্তর কন্যা বিবাহ কার্য্যাদি শিষ্ট সম্মত এক বার হয়; দ্বিতীয় বার হইতে পারে না। যথা

সকৃদংশোনিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহদদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাংসকৃৎ
॥ ৪৭ ॥ মনুঃ ৯ অং।

সাধুদিগের অর্থাৎ সন্তের এই তিন কার্য্য এক বার দ্বিতীয় বার নাই, বিত্তবিভাগ এক বার, কন্যাদান এক বার, দাতৃত্ব বাক্য এক বার, ইহাতে দ্বিতীয় বার হইলেই অসৎধর্ম্ম হয়, সুতরাং দ্বিতীয় বার কন্যার বিবাহ দিলে সাধুধর্ম্ম রক্ষা পায় না, অসৎ শব্দ ইতর জাতিতে বর্ত্তে অর্থাৎ ম্লেচ্ছযবন হড্ডীপাদিরা ক্ষত বা অক্ষত যোনি সকল স্ত্রীরই দ্বিতীয় বিবাহ দেয়, তাহাতে শাস্ত্র বাক্যের অপেক্ষা করে না, যখন বিবাহ বিষয় অষ্ট প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষত যোন্যাদির বিবাহ স্পষ্ট করেন নাই, তখন সংস্কৃতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। যথা

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ

॥ ২১ ॥ মনুঃ ৩ অং।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ এই অষ্ট প্রকার ইহার মধ্যে ব্রাহ্মাদি চতুষ্টয় উৎকৃষ্ট, তদিতর আসুরাদি চতুষ্টয় অপকৃষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

এতদ্ভিন্ন বিবাহ নাই, পৌনর্ভবাদিকে বিবাহ বলে না, সে কেবল স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীদিগের রতি নির্ব্বাহমাত্র যদ্রূপ ইতর জাতিয়েরা (নিকা) করিয়া থাকে, তবে মন্বাদি শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে যদি এরূপ কোন স্ত্রী পতি করে তবে তাহার নাম পুনর্ভূঃ হয়, তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিবে এতাবৎ সংজ্ঞামাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে সংগ্রাহকেরা যে মনু লিখিয়াছেন বলিয়া পবিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন এমত তাৎপর্য্য নহে। তাহা হইলে সহোঢ়াদি পুত্রেরও ব্যাখ্যা মনু করিয়াছেন।

যাগর্ব্বিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা

সতী। যোঢ়াঃসগর্ভোভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে। ১৭২। মনুঃ ৯ অং।

যে স্ত্রী গর্ব্ভবতী অজ্ঞাত বা জ্ঞাত পূর্ব্বকই হউক্ এমত অসতী গর্ব্ভবতী স্ত্রীকে যে বিবাহ করে, বিবাহানন্তর প্রসব হইলে সেই পুত্রের নাম সহোঢ় হয়॥ ১৭২॥

এই মনু বাক্য সংপ্রাপ্তে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের উচিত হয়, যে অধ্যাবধি গর্ব্ভবতী স্ত্রী বিবাহ করিতে পারাযায় বলিয়া ব্যবস্থা দেউন, কেননা সহোঢ় পুত্র বলিয়া যখন মনু ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন গর্ব্ভবতী বিবাহ না থাকিলে সহোঢ় পুত্রোৎপত্তির সম্ভব কি, সুতরাং পৌনর্ভব রূপ সহোঢ় ব্যবস্থার এক বাক্যতা প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের বিচারে গর্ব্ভবতী বিবাহও যুক্তিযুক্ত হইতে পারিবে, বরঞ্চ সকল বিবাহ হইতে গর্ব্ভবতী বিবাহের উৎকৃষ্টতা বলাযায়, যেহেতু এবিবাহে আশুফল প্রদর্শন হয়।

হা, বিধাতঃ। ইহাও কি বিচারকদিগের বিচার্য্য নহে যে দায় বিভাগে বিচার করিয়া কানীনাদি ষট্পুত্রকে মনু অবান্ধব বলিয়া অনর্হ করিয়াছেন। যথা।

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদাদবান্ধবাঃ॥
। ১৬০। মনুঃ ৫ অং।

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র, অর্থাৎ শূদ্রা গর্ব্ভজাত, এই ছয় অবান্ধব এবং দায়ার্হও হয় না॥ ১৬০॥

যখন অবান্ধব রূপে অনর্হ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, তখন কখনা কার্য্য

ব্যতীত তাহা সৎ বলিয়া কি রূপে গ্রহণ করাযায়। অতঃপর স্ত্রীলোকের পক্ষে যথার্থ ধর্ম্মও মনু লিখিয়াছেন। যথা

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা। পতিলোক মভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং॥ ১৫৬॥ মনুঃ ৫ অং।

মৃতস্যাপ্রিয়ং ব্যভিচরেণেতি কুল্লূকভট্টঃ॥ ১৫৬॥

যে স্ত্রী পতিলোক প্রাপ্তীচ্ছা করেন সেই সাধ্বীস্ত্রী পাণিগ্রাহ পতির জীবিত বা মরণে কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না, যদি বল জীবিত কালে প্রিয়াপ্রিয় বিচার, মরণানন্তর প্রিয় বা অপ্রিয় কি, উত্তর মৃত পতির অপ্রিয় কার্য্যসাধন শুদ্ধ ব্যভিচারে হয়, ব্যভিচার পদে পত্যন্তর গ্রহণ, এরূপ শাসন স্থলে পুনর্ভবণ রূপ যে বিধবাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া মহানুভাবেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই চমৎকৃত হইতে হয়, অথবা যুগধর্ম্মকেই স্বীকার করিতে হয়, বিশেষতঃ একের পাণিগৃহীতিকা কামিনীতে আপন কামিনী বলিয়া যে ব্যক্তি সন্তানোৎপত্তি করে সে জঘন্য রূপে পরিগৃহীত হয়। যথা

অত্রগাথা বায়ুগীতা কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ। যথা বীজং নবপ্তব্যং পুংসাপর পরিগ্রহে॥ ৪২॥ মনুঃ ৯ অং।

এতদ্বিষয়ে বায়ুগাথা আছে তাহা পূর্ব্ব বিদ্বানেরা কহিয়া থাকেন, যেমন পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে নিষেধ, সেই রূপ পরপরিগৃহীতা স্ত্রীতেও সন্তানোৎপত্তি করিবেক না, এতদভিপ্রায় কৃত বা

অক্ষত যোনি উভয় সংস্কৃতা স্ত্রীই নিষিদ্ধা, সুতরাং অসদ্ব্যবস্থা দিয়া যে পণ্ডিতেরা দেশ পতিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারদিগের চরণে কোটিং প্রণাম করি, এতদ্রূপ বিবাহস্থল সত্যাদিযুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন স্থানেই পুরাবৃত্ত দ্বারা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ কোন কালে কাহাকেও এরূপ বিবাহ করিতে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রুতও হয়েন নাই চিরকাল অসৎকর্ম্ম করণশীল ম্লেচ্ছদিগের শাস্ত্র বাইবেল তাহাতেও পতি বিহীনা স্ত্রীতে গমন নিষেধ করিয়াছেন। যথা বাইবেল নিউটেষ্টিমেণ্ট প্রমাণ। যথা

নিউটেষ্টিমেণ্ট অর্থাৎ নূতন বাইবেল এক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরা যাহাকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহার ৫ পঞ্চম চেপ্‌টায় অর্থাৎ অধ্যায়ে মেথিউলিখিত (৩১।৩২) চিহ্নিতা পংক্তিতে লেখে।

"যদি কেহ ব্যভিচার দোষ রহিতা আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তবে অবশ্যই ত্যাগ করিতে পারে, যেহেতু স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পুরুষের সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা আছে, কিন্তু অব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সে ব্যভিচারিণী হইবার সম্ভাবনা, পতিত্যক্তা অর্থাৎ স্বামীহীনা বলিয়া সেই স্ত্রীকে যদি কেহ গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তিও দোষান্বিত হয়, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে পরদারা গ্রহণ করা সিদ্ধ হয়".

অতএব বাইবেল প্রমাণ মনু বাক্যের পোষক হইল। যথা (যাপত্যা বা পরিত্যক্তেতি) স্মৃতি পরিত্যক্তা স্ত্রীতে যে পুত্র জন্মে সে অগ্রাহ্য, সুতরাং পতিবিহীনা স্ত্রীর পাণিগ্রহণে পরদারা গ্রহণ সিদ্ধ হয়, যদিও ম্লেচ্ছদিগের কৃত্রিম পুস্তক বাইবেল হউক, তথাপি এবিষয়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সাক্ষ্য দিয়াছে, অতএব পরপরিগৃহীতা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ বাইবেল মতেও নিষিদ্ধ, ইহাতে বিধবা সধবা কন্যা বা অকন্যা উভয় কিছু

বিশেষ নাই, কেবল কন্দর্প ক্রিয়ার শান্তি হইলেই যে বিধবার ধর্ম্ম থাকে এমত ব্যবস্থাকে জলশায়িনী করাই পণ্ডিতেরদিগের কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাসায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘা-টার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তং।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বর্ণিত হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় [illegible] প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।